দুই মন্ত্রীর হারে অভিভাবকহীন কোচবিহারের তৃণমূল

রবি ঘোষের পুত্রস্নেহ ● মেরুকরণ ● শহরের ভোটে ঘাটতি

কোচবিহার, ৩ মে : একুশের বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন কোচবিহারের দুই তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী। পাশাপাশি দলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় ও যুব সভাপতি অভিজিৎ দেভৌমিকেরও ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে ফের ক্ষমতায় এলেও কোচবিহারে কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল জেলা তৃণমূল। দলের অন্দরে এখন একটাই প্রশ্ন, সারা রাজ্যে যখন তৃণমূলের জয়জয়কার তখন কোচবিহারে এমন ইন্দ্রপতন, বিশেষ করে দলের দুই হেভিওয়েট মন্ত্রী কীভাবে হেরে গেলেন? মানুষ ভোট দেয়নি দেখে তাঁদের এই হাল হয়েছে বলে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দাবি করলেও এর পিছনে আরও কিছু কারণ রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কোচবিহার জেলায় মোট নয়টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে সাতটি কেন্দ্রেই পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও পোড়খাওয়া নেতা তথা বিদায়ি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, দলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়, যুব সভাপতি অভিজিৎ দেভৌমিক প্রমুখ। সবচেয়ে বেশি শোরগোল পড়েছে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পরাজয় নিয়ে। কারণ তিনি এই কেন্দ্র থেকেই দীর্ঘ বছর ধরে লড়ে আসছেন। গত দশ বছর ধরে বিধায়ক থাকার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীও হয়েছিলেন। বিধানসভা কেন্দ্রটির সমস্ত অলিগলি, বাড়িঘর, মানুষজন তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। কেন্দ্রটিতে গত দশ বছরে রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা সহ প্রচুর উন্নয়নও করেছেন তিনি। কিন্তু তারপরেও এমন কী হল যে তাঁকে বিজেপি প্রার্থীর কাছে ২৩,৪৪০ ভোটে পরাজিত হতে হল। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনা একদিনে ঘটেনি বা এর পিছনে কোনও একটি নয় একাধিক কারণ রয়েছে। বিশেষ করে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে মন্ত্রী হওয়ার কয়েকমাস পর থেকে তিনি বিধানসভা কেন্দ্রের অনেকটা দায়িত্ব তাঁর ছেলের উপর সঁপে দিয়েছিলেন। কেন্দ্রের গুড়িয়াহাটি-১ ও ২ সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কোথায় কী কাজ হবে, কীভাবে কাজ হবে তার টেন্ডার থেকে শুরু করে সব কিছুই কার্যত তার ছেলে ঠিক করে দিত। এমনকি রবিবাবুর বিধায়ক তহবিলের গত পাঁচ বছরের টাকার একটা বড় অংশও তাঁর ছেলের মাধ্যমে খরচ হত বলে সূত্রের খবর, যা এলাকার মানুষ বিশেষ করে দলের পুরোনো নেতা-কর্মীরা খুব একটা ভালোভাবে নেননি। এছাড়াও রবি ঘোষের কাছের লোকেদের অধিকাংশকে তাঁর ছেলে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। উলটে সে নিজের একটা গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করে গিয়েছেন।

রবিবাবু নিজের কেন্দ্রে সংখ্যালঘু নেতৃত্বদের মূল শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতেন। এসবের কারণে গত লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রটিতে হিন্দুদের একটা বড় অংশ বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়েন। লোকসভা ভোটে কোচবিহারে বিজেপি জেতার পর এই ট্রেন্ড ক্রমশ বাড়তে শুরু করে, যা বিজেপি খুব ভালোভাবে কাজে লাগায়। এর পাশাপাশি কেন্দ্রটির অধিকাংশ অঞ্চলে রবিবাবু অযোগ্যদের হাতে নেতৃত্বের ভার দিয়ে রেখেছিলেন, যাঁরা সম্পূর্ণ রবিবাবুর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। তাঁরা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতৃত্ব ছিলেন না। অনেকের মতে কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাখার জন্য রবিবাবু ইচ্ছা করেই এধরনের নেতৃত্বদের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন।

কেন্দ্রটিতে দলের একটা অংশ নির্বাচনে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় হয়েছিলেন। এমনকি নির্বাচনের কয়েকদিন আগেও বাড়ির পাশে কেন্দ্রটির অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতিদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার মিটিংয়ে একাধিক বুথ সভাপতি ও অঞ্চল সভাপতি তাঁদের কাজ ঠিকমতো করছেন না বলেও রবিবাবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। পাশাপাশি দলের জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়ি তাঁরই কেন্দ্রের জিরানপুর এলাকায়। সেখানে কমবেশি তাঁরও একটা গোষ্ঠী রয়েছে। অপরদিকে, দলের জেলা সভাপতির সঙ্গেও রবিবাবুর অহি-নকুল সম্পর্কের কথাও কারও অজানা নয়। এসব ছাড়াও নির্বাচনি বুথে দলের কর্মীকে প্রকাশ্যে চড় মারা, ব্যাংকে ঢুকে কর্মীকে শাসানো সহ রবিবাবুর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণও মানুষের একটা অংশের মধ্যে যথেষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই সবের মিলিত প্রভাবেই এই হার।

কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের হারের পেছনে অবশ্য মন্ত্রীর তেমন কোনও দোষ নেই। কারণ কেন্দ্রটিতে বিজেপি বরাবরই শক্তিশালী। গত লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রটিতে বিপুল ভোটে লিড পেয়েছিল বিজেপি। পাশাপাশি তৃণমূলের কোনও বিধায়ক না থাকায় সংগঠনও যথেষ্ট দুর্বল। একইসঙ্গে বিনয়বাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এনে হঠাৎ করে তাঁকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করায় অল্প সময়ের মধ্যে কেন্দ্রটিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পাশাপাশি একজন বিধায়ক তথা মন্ত্রীকে দল তাঁর নিজের কেন্দ্রে টিকিট না দেওয়ায় কর্মীদের মধ্যেও গুঞ্জন শুরু হয়, যা পুরোপুরি কাজে লাগায় বিজেপি।

অন্যদিকে, শীতলকুচিতে বিধায়ক হিতেন বর্মনকে টিকিট না দিয়ে দল জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়কে প্রার্থী করায় হিতেনবাবু তা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। এতে বিধায়ক গোষ্ঠীর একটা বড় অংশ নির্বাচনে প্রথম থেকেই নিষ্ক্রিয় ছিল। এছাড়াও শীতলকুচিতে ভোটে ব্যাপক মেরুকরণ হয়েছে বলেও খবর। এসবের কারণেই পার্থর হার বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অন্যদিকে, বরাবরের মতো শহরের ভোটে পিছিয়ে পড়ার কারণেই কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে হিপ্পিকে।

বিরোধী দলনেতার চ্যালেঞ্জে রাজি মনোজ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৩ মে : বিধানসভায় এবার বিরোধী দলের আসনে বসবে বিজেপি। সবুজ ঝড়ে রাজ্যে বিজেপির রথ থমকে গেলেও তারা কিন্তু বিরোধী দল হিসেবে উঠে এসেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বাম ও কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী দলনেতার আসনে কে বসবেন, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে। মাদারিহাটের দু'বারের বিধায়ক মনোজ টিগ্গাকে বিজেপি বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দেবে কি না, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। মনোজবাবু অবশ্য এসব নিয়ে মন্তব্যে করতে নারাজ। এ ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন নেতৃত্বের ওপর।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে দিলীপ ঘোষ সাংসদ হওয়ার পর বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন মনোজবাবুই। সেদিক বিচার করলে এই দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এছাড়া তিনি দলের রাজ্য কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্যের পদেও রয়েছেন। সেইসঙ্গে এবার আরও একবার বিধায়ক নির্বাচিত হলেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা তাঁকেই করা হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে মনোজবাবু বলেন, 'এটা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। তবে আমাকে বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব দিলে আমি তা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেব। আর নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে আমি ভালোবাসি।'

প্রসঙ্গত,বীরপাড়া থানার সিংহানিয়া চা বাগানের প্রয়াত কর্মী শিবচরণ টিগ্গার ছেলে মনোজবাবু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর মা প্রয়াত রতনি টিগ্গা ওই চা বাগানের শ্রমিকের কাজ করতেন। বায়োসায়েন্স শাখার স্নাতক মনোজবাবু ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীকে ২২ হাজার ৩৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। এবারও তৃণমূলের প্রার্থী রাজেশ লাকড়াকে ভোটে পরাজিত করে ফের বিধায়ক নির্বাচিত হলেন তিনি। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে মনোজ টিগ্গাই যে প্রার্থী হচ্ছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল আগেভাগেই। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের ছেলে মনোজ টিগ্গা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। এর আগে মোট তিনবার মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে, দু'বার আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে ও একবার আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েও পরাজিত হয়েছেন তিনি। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চতুর্থবার প্রার্থী হওয়ার পর জয়লাভ করেন তিনি।

অতীতে পরিষদীয় দলনেতা মনোনীত হওয়ার পর মনোজ টিগ্গা বারবার মুখ খুলেছেন বিধানসভায়। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করেছেন কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নানও। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মনোজবাবুর বাড়িতে গিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন আবদুল মান্নান। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক হয়েও বিধানসভায় কর্মদক্ষতা

মনোজ টিগ্গা

দেখাচ্ছেন মনোজ। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করতেই হয়।

মাদারিহাটের বাসিন্দা তথা বিজেপির জেলা কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য নেপাল রায় বলেন, এটা দলীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে মনোজবাবুকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হলে মাদারিহাটের বাসিন্দা হিসাবে গর্ববোধ করব। বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করার এক্তিয়ার আমার নেই।

পরিশ্রমের সুফল পরেশ-জগদীশের

মেখলিগঞ্জ ও সিতাই, ৩ মে : গোটা রাজ্যের তৃণমূলের হাওয়ার সঙ্গে কোচবিহারের ফল মেলে না। এখানে সাতটি আসনের মধ্যে পাঁচটিতেই জয়ী বিজেপি। হেরে গিয়েছেন রবি ঘোষের মতো হেভিওয়েট। তবে জেলাজুড়ে সেই গেরুয়া ঝড়ের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেখলিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী পরেশ অধিকারী ও সিতাইয়ের জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া। এই দুজনের সাফল্য বিশ্লেষণ করে উঠে আসছে একাধিক তত্ত্ব। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে দিনরাত এক করে ছোটাছুটিই ক্লিক করে গিয়েছে এই দুজনের ক্ষেত্রে।

জয়ের পর মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক রামকুমার তামাংয়ের হাত থেকে সার্টিফিকেট নিচ্ছেন পরেশচন্দ্র অধিকারী।

গত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের এক নম্বর মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই বামফ্রন্টের টিকিটে তৃণমূলের অর্ঘ্য রায়প্রধানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন পরেশচন্দ্র অধিকারী। পরে দলবদল করে তৃণমূলে যোগদানের পর তাঁকে তৃণমূলের তরফে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়। সেখানেও তিনি হেরে যান। কিন্তু পরপর দু'বার হারের পরেও চুপ করে বসে থাকেননি পরেশবাবু। মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে মানুষের কাছে থাকার এবং দলের কাজ করার চেষ্টা করে গিয়েছেন। গত বছর করোনা পরিস্থিতিতেও মানুষের পাশে দাঁড়াতে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছেন তিনি। পরেশের এই ছুটোছুটির সমালোচনাও শোনা গিয়েছে দলের বেশ কিছু নেতার মুখেই। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পরেশবাবুকে মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দলের প্রার্থী করার বিষয়টিও মেনে নিতে পারেননি দলের কিছু নেতা। পরেশের এবার হারের হ্যাটট্রিক হবে বলেও আড়ালে-আবডালে চর্চা শুরু হয়েছিল। সেই সঙ্গে উঠে আসে মেয়ের চাকরি নিয়ে দুর্নীতির প্রসঙ্গও। এত কিছুর পরেও পরেশবাবুর জয় দলের অন্দরে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

অনেকেই মনে করছেন, ঠান্ডা মাথার পরেশের অসীম ধৈর্য, বাম আমল থেকে রাজনীতি করে আসার অভিজ্ঞতা, গোটা বিধানসভা এলাকা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা, তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশমার মতো বিষয়গুলিই তাঁর জয়ের পথ অনেকটা সুগম করে দিয়েছে।

জগদীশবাবুর ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনীও বলার মতোই। গত লোকসভা ভোটে কোচবিহার কেন্দ্রে বিজেপির জয়ের পর তিন মাস বাড়িছাড়া থাকতে হয়েছিল সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ককে। তারপরেও সিতাই বিধানসভায় এবার শেষহাসি হেসেছেন তিনিই। জেলায় দুই হেভিওয়েট মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও বিনয়কৃষ্ণ বর্মন পরাজিত হলেও সিতাই বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থীর এই জয় সকলের নজর কেড়েছে। জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার রায়কে ১০ হাজার ২৫০ ভোটে হারিয়েছেন।

লোকসভা ভোটে কোচবিহার আসনটি বিজেপির হাতে চলে গেলেও সিতাইয়ে ৩০ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূলই। কিন্তু লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পরদিনই সিতাইয়ের এই দাপুটে নেতাকে এলাকাছাড়া হতে হয়। তিন মাস বাদে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিধায়ক এলাকায় পা রাখেন। এই ঘটনার জেরে নিজের বিধানসভা এলাকায় তিনি কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে চলে যান। তবে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হাল ছাড়েননি এই তৃণমূল নেতা। এলাকায় বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েন। এলাকার শিক্ষা, রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি বেশ কিছু কাজও করেন।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা ছিল, এবার বিধানসভা ভোটে জগদীশবাবুর জেতার বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়বে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান হাতে নিয়ে জগদীশবাবু ভোটের ময়দানে নেমে পড়েন। তাঁর ছুটোছুটি নিয়েও সমালোচনা হয়। সমালোচনা যাই হোক, অবশেষে জিতেছেন সেই জগদীশই। জয়ের পর প্রতিক্রিয়ায় জগদীশবাবু জানান, তাঁর এই জয় জনগণের জয়। তাঁর লক্ষ্য জনগণের জন্য কাজ করা।

গোর্খা জনজাতির ভোট না পাওয়ায় হার পাশাংয়ের

সমীর দাস

কালচিনি, ৩ মে : গোর্খা জনজাতির ভোট কম পাওয়াতেই বিরাট ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনির তৃণমূল প্রার্থী পাশাং লামা। হারের কারণ হিসাবে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে এমন তথ্য উঠে আসছে। চা বলয়ের ভোটও যতটা পাওয়া উচিত ছিল, ততটা কেন মিলল না সেটা নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে তৃণমূল শিবিরে। দলের একাংশ আবার অন্তর্ঘাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

ভোটে পরাজয়ের কারণ মাথা পেতে নিয়েছেন প্রার্থী পাশাং লামা। তিনি বলেন, 'হয়তো আমাদের কারও ভুলের জন্য এত বড় ব্যবধানে হার মেনে নিতে হয়েছে। জিততে পারিনি বলে এলাকার উন্নয়নে মন দেব না এটা ভাবা ভুল। রাজ্যে ফের তৃণমূলের সরকার হচ্ছে। তাই এলাকার উন্নয়ন হবেই।' তৃণমূলের ব্লক সভাপতি গণেশ মাহালি বলেন, 'হারের কারণ নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করছি।'

এবারের নির্বাচনে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পাশাং লামা। তিনি এক বছর আগে থেকেই করোনা সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে তাঁকে টিকিট দিতে দলকে ভাবতে হয়নি। সেই তুলনায় বিজেপি প্রার্থী বিশাল লামা মনোনয়নের দু'দিন আগে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। কালচিনি আসনে আগে থেকেই নেপালিভাষীদের ভোটব্যাংক জয়-পরাজয় নির্ধারণ করে। সেটা এবারের নির্বাচনে আরও একবার প্রমাণিত হল।

জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা গোর্খা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা। সেখানেই তৃণমূল প্রার্থীর তুলনায় বিজেপি প্রার্থী নয় হাজারের বেশি ভোট পান। দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেও তৃণমূল প্রার্থী বিজেপি প্রার্থীর তুলনায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভোট কম পেয়েছেন।

কালচিনি বিধানসভা ক্ষেত্রের অধীন ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মেন্দাবাড়ি, রাজাভাতখাওয়া ও মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। যদিও সেখানে বড় ব্যবধান না থাকায় তৃণমূল প্রার্থীকে ২৮,৬৭৬ ভোটের বিরাট ব্যবধানে হার স্বীকার করে নিতে হয়।

পাশাং লামা বলেন, 'আমি জিতলে নিশ্চিতভাবে রাজ্য মন্ত্রীসভায় জায়গা পেতাম। আমি নিজেও গোর্খা জনজাতির মানুষ। তাই আমি জিতলে গোর্খা জনজাতির জন্য ভালো হত। সেকথা বুঝলেন না আমার গোর্খাভাইরা।'

যদিও তৃণমূল রাজ্যের শাসনক্ষমতায় ফিরে আসায় উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পাশাংবাবু। দলের ব্লক সভাপতি গণেশ মাহালি বলেন, 'কিছু মানুষ পাশাং লামার বিরুদ্ধে ভোটের আগেই এমন কুৎসা রটিয়ে দেন যে সেটাই বড় ফারাক গড়ে দিতে সহায়ক হয়েছে। আমরা পরাজয়ের সম্পূর্ণ কারণ খতিয়ে দেখে সেটা দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানাব।'

তিন আসনে ইন্দ্রপতন ঘটিয়েও স্বস্তি মিলছে না

সন্ত্রাস ও করোনা নিয়ে ব্যস্ত শিখারা

শিলিগুড়ি, ৩ মে : উত্তরবঙ্গে ইন্দ্রপতন ঘটিয়েছেন তাঁরা তিনজন। তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের তিন হেভিওয়েট প্রার্থীকে হারানোর পরও কিন্তু স্বস্তিতে নেই বিজেপির ওই তিনজন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে গৌতম দেব, শিলিগুড়িতে অশোক ভট্টাচার্য এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রে শংকর মালাকারের পরাজয় হয়েছে। এই তিন কেন্দ্রে জিতেছেন বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়, শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মন। এই তিনজনেরই অভিযোগ, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে ওই তিন কেন্দ্রে সন্ত্রাস শুরু করেছে তৃণমূল। গত ২৪ ঘণ্টায় জায়গায় জায়গায় বিজেপি কর্মীদের মারধর ও তাঁদের বাড়ি-গাড়ি ভাঙচুরের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। তাই ভোটে জেতার পর থেকেই আক্রান্ত নেতা-কর্মীদের বাড়িতে ছুটতে হচ্ছে প্রথমবার বিধায়ক হওয়া এই তিনজনকে। তবে সেইসঙ্গে এলাকার উন্নয়নে একাধিক কাজের কথাও মাথায় রয়েছে তাঁদের।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবকে ২৭ হাজার ৫৯৩ ভোটে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য বিধায়ক হয়েছেন বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া অনেক উন্নয়নের কাজ বাকি রয়েছে। কিন্তু এমন সন্ত্রাস শুরু হয়েছে যে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার উপায় নেই। ফল ঘোষণার পর থেকে দিকে দিকে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করছে তৃণমূল। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম দেব তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীদের বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে পাঠিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমাদের কর্মীর বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর ও মারধর করা হয়েছে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে, পুলিশের কাছে গেলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।' শিখাদেবী আরও বলেন, 'তৃণমূলের গুন্ডাদের নাম ধরে ধরে পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে।'

এদিকে, করোনা মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়েছেন শংকর ঘোষ। শিলিগুড়িতে গুরু-শিষ্যের লড়াই নিয়ে ভোটগ্রহণের আগে থেকেই তুমুল চর্চা ছিল। শেষপর্যন্ত ভোটযুদ্ধে গুরু অশোক ভট্টাচার্যকে ৬০ হাজার ৫৩৫ ভোটে হারিয়েছেন শিষ্য শংকর ঘোষ। ফল ঘোষণার পর থেকেই করোনা মোকাবিলায় নেমে পড়েছেন তিনি। সোমবার শংকরবাবু শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে দেখা করে শিলিগুড়ির কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি কোভিড নিয়ে নিজে বেশ কিছু প্রস্তাব দেন। শংকর ঘোষ বলেন, 'কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। জেলায় যে পরিকাঠামো রয়েছে তা দিয়ে কী করে লড়াই করা যায়, সেই বিষয়ে কথা হয়েছে। তাছাড়া, ভোটের পর আমাদের কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে। অনেকেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি যাতে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

সন্ত্রাস নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তার মধ্যেই এদিন মাটিগাড়া হাসপাতালে গিয়ে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করেন তিনি। কংগ্রেসের শংকর মালাকারকে তিনি ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭২৫ ভোটে পরাজিত করেছেন। কিন্তু বিজেপি কর্মীদের ওপর পরপর আক্রমণের ঘটনায় ভোটে জেতার উচ্ছ্বাস হারিয়েছেন তিনি। আনন্দময়বাবু বলেন, 'একের পর এক কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওইসব কর্মীর পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। এলাকায় অনেক উন্নয়নের কাজ করতে হবে। যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলি বিধানসভায় তুলে ধরব। তবে এইভাবে সন্ত্রাস হলে তা মেনে নেওয়া যায় না।'

> “ উন্নয়নের কাজ বাকি রয়েছে। কিন্তু এমন সন্ত্রাস শুরু হয়েছে যে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার উপায় নেই। ফল ঘোষণার পর থেকে দিকে দিকে আমাদের কর্মী-সমর্থকদের মারধর করছে তৃণমূল।
>
> – শিখা চট্টোপাধ্যায়

> “ কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। জেলায় যে পরিকাঠামো রয়েছে তা দিয়ে কী করে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, সেই বিষয়ে কথা হয়েছে।
>
> – শংকর ঘোষ

> “ এলাকায় অনেক উন্নয়নের কাজ করতে হবে। এলাকার বাসিন্দাদের যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলি বিধানসভায় তুলে ধরব। তবে এইভাবে সন্ত্রাস হলে তা মেনে নেওয়া যায় না।
>
> – আনন্দময় বর্মন

গুরুত্ব বারলার

নাগরাকাটা, ৩ মে : আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই জয় পেয়েছে বিজেপি। ফলে ওই কেন্দ্রের সাংসদ জন বারলার গুরুত্ব দলে বাড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বারলা বলেন, 'সবকয়টি কেন্দ্রেই জয় মেলায় খুব ভালো লাগছে। মানুষের পাশে থেকে কাজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সেটা আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল।'

আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, কালচিনি, মাদারিহাট, ফালাকাটা, তুফানগঞ্জ ও নাগরাকাটা। এর মধ্যে তুফানগঞ্জ কোচবিহার ও নাগরাকাটা জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। সাংসদের নিজের বাড়ি নাগরাকাটা বিধানসভায়। আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের আওতায় ওই জেলার সবক'টি ব্লকের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট, নাগরাকাটা ও মেটেলি এই তিনটি ব্লক রয়েছে। লোকসভা আসনটিতে চা বাগানের শ্রমিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার। দুই জেলা মিলিয়ে শতাধিক চা বাগানের প্রতিটি বুথেই গেরুয়া শিবির ভালো ফল করেছে। এবারের ভোটে সাংসদ তাঁর নির্বাচনি কেন্দ্রের চা বাগানের পাশাপাশি অন্যান্য এলাকায় গিয়েও প্রচার চালিয়েছিলেন।

আহত তিন

বারবিশা, ৩ মে : সোমবার সকালে অসম সীমান্তবর্তী পাকরিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় ৩১ সি জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় পড়ল একটি সবজিবোঝাই ছোট গাড়ি। আহত হয়েছে তিনজন। এদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

হারার পর ঘরবন্দি শংকর মালাকার

বাগডোগরা, ৩ মে : রবিবার ভোটগণনা চলাকালীনই বুঝে গিয়েছিলেন হাওয়া কোন দিকে। সেদিন বিকালেই নিজের শিলিগুড়ির বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার। সোমবারও সারাদিন নিজের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। দু'বার বিধায়ক হওয়ার পরও এই হারকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে চাইছেন শংকরবাবু। চাইছেন, এলাকার মানুষের জন্য কাজ করে যেতে।

শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায় তাঁর বাড়ির একতলাতেই অফিস রয়েছে। এদিন সকাল থেকে সেখানেই বসেছেন শংকরবাবু। তিনি বলেন, রবিবার গণনাকেন্দ্র থেকে বাড়িতে ফিরে ঘরে বসে টিভিতে খবর দেখেছি। এদিন সকালে বাড়ির অফিসে বসেই সারাদিন কেটে গিয়েছে। দলের কর্মী শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেখা করতে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। বহু মানুষ ফোন করছেন। তিনি আরও বলেন, খেলা এবং রাজনীতিতে হারজিত দুটোই আছে। দুটোই মেনে নিতে হয়। আমি যখন বিধায়ক ছিলাম, আমার বিধানসভা এলাকায় সাধ্যমতো উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। সবসময় মানুষের পাশে থেকেছি। এবারে বিধায়ক হতে পারিনি। তাতে কী হয়েছে? আমি মানুষের জন্য কাজ করব। একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আগেও মানুষের পাশে ছিলাম। এখনও থাকব।

২০১১ থেকে ২০২১, টানা এক দশক ধরে বিধায়ক। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি। উত্তরবঙ্গের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের হেভিওয়েট প্রার্থী ছিলেন শংকর। কিন্তু সে সবকিছুই এবারের ভোটে তাঁর সুবিধা করতে পারেনি। এমনিতেই এই বিধানসভার গ্রামগুলিতে কংগ্রেসের সংগঠন দূরবিন দিয়ে দেখতে হয়। তার ওপর শংকরবাবুর এই পরাজয় কংগ্রেসের কাছে একটা বড় ধাক্কা। কোনও কোনও বুথে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট তিন সংখ্যায় পৌঁছালেও সেখানে শংকরবাবুর প্রাপ্ত ভোট দশের গণ্ডিও পেরোতে পারেনি। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, বামেরাই ভোট দেয়নি সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীকে। এছাড়া রাজবংশী ভোটব্যাংকও তাদের খাতায় ঢোকেনি।

শিলিগুড়িতে বাড়ির অফিসে শংকরবাবু। – সংবাদচিত্র

শেষ মুহূর্তে পোস্টাল ব্যালটে উদয়নকে টেক্কা নিশীথের

কৌশিক সরকার

দিনহাটা, ৩ মে : ভোটযন্ত্রে প্রাপ্ত ভোটে জয় এলেও পোস্টাল ব্যালটে হারের কারণে দিনহাটা হাতছাড়া হল তৃণমূলের। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুসারে, ইভিএমে তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছেন ১,১৪, ৮৮৭ ভোট, বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট ১,১৪,৩৬১। কিন্তু তৃণমূল প্রার্থী পোস্টাল ভোট পেয়েছেন ১,০৯১টি, বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ১,৬৭৪টি। যন্ত্র এবং ব্যালটের যোগফলে বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট ভোট ১,১৬, ০৩৫, তৃণমূল প্রার্থীর ১,১৫,৯৭৮। অর্থাৎ ইভিএমে বিজেপি প্রার্থীর চেয়ে ৫২৬টি ভোট বেশি পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী। কিন্তু পোস্টাল ব্যালটে বিজেপি প্রার্থী ৫৮৩টি ভোট বেশি পেয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীর চেয়ে। এই দুই মিলিয়ে বিজেপি প্রার্থী দিনহাটা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীর চেয়ে ৫৭ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এই অল্প ব্যবধানে দলীয় প্রার্থীর হারই যেন দিনহাটার তৃণমূল কর্মীদের কাছে আফসোসের বড় কারণ হয়ে উঠেছে। তাঁদের অনেকেরই বক্তব্য, এই সামান্য ভোটের ব্যবধানে হার মেনে নিতে পারছি না। তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা হল। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এবার কোচবিহার জেলায় দলের যা ফল হয়েছে তাতে দাদা (উদয়ন গুহ) জিতলে অবশ্যই মন্ত্রী হতেন। সেই সুযোগটা হাতছাড়া হওয়ায় আক্ষেপ চেপে রাখেননি তাঁরা।

অন্যদিকে, প্রথমবারের জন্য দিনহাটা কেন্দ্রে পদ্মফুল ফুটলেও রাজ্যে দলের হতাশজনক ফলাফলে উচ্ছ্বাসহীন গেরুয়া শিবির। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, এবার দিনহাটা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক পেয়েছেন ৪৭.৬ শতাংশ আর তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ পেয়েছেন ৪৭.৫৮ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ এবার হারজিতের ব্যবধান শতাংশের হিসেবে মাত্র ০.০২। অতীতে এত কম ব্যবধানে এই বিধানসভা কেন্দ্রে হারজিত হয়নি বলে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল সূত্রে জানা গিয়েছে।

২০০১ সালে এই কেন্দ্রে ১৯,৭২০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কমল গুহ। ২০০৬-এ হারজিতের ব্যবধান ছিল ৩,৬৩০ ভোট। সেবার জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী অশোক মণ্ডল। ২০১১-তে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হিসেবে ৩০ হাজারের বেশি ভোটে নির্বাচিত হন উদয়ন গুহ। ২০১৬ সালে ফের তিনি তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। সেবার ভোটের ব্যবধান ছিল ২১,৭৯৩। কিন্তু এবার এই হারজিতের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৭ ভোট।

অন্যদিকে, স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের মতে, যে ব্যবধানে হারজিত হয়েছে তা সাধারণ পঞ্চায়েত ভোটেই দেখা যায়। বিধানসভা ভোটে সাধারণত এমন ব্যবধান খুবই কম হয়। দিনহাটায় এর আগে কখনও এত কম ব্যবধানে হারজিত হয়নি। কার্যত এবার ফোটো ফিনিশ হয়েছে। তবে এর ফলে খুশি নয় তৃণমূল শিবির।

তৃণমূল নেতা বিশু ধর বলেন, 'আমরা এ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছি।' তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ বলেন, 'গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি দলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। কারণ আদালতে গেলে এবং পুনর্গণনা হলে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের ফলাফল অন্যরকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

এদিন উদয়ন গুহ জানান, গোটা বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্ব যেরকম নির্দেশ দেবেন সেই অনুযায়ী কাজ হবে।